# আগুন ও মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের প্রভাবে কমেছে কাস্টমস রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি

ঢাকা কাস্টমস হাউজের কমিশনার মো. মসিউর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

LENS ASIA

কার্গো ভিলেজে একাধিকবার অগ্নিকাণ্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ঢাকা কাস্টমস হাউজের রাজস্ব আদায়ে প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়নি বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কমিশনার মো. মসিউর রহমান।

মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকা কাস্টমস হাউজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন (বাটজা)-এর নেতাদের মতবিনিময় সভায় তিনি এ তথ্য জানান।

সভায় ঢাকা কাস্টমস হাউজের রাজস্ব আদায়ের বর্তমান অবস্থা, কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে আলোচনা হয়। কমিশনার জানান, গত অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও তা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৬ শতাংশ কম।

রাজস্ব আদায় বাড়াতে চলতি অর্থবছরে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে ঢাকা কাস্টমস হাউজের প্রায় ৪৫৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এসব অর্থ আদায়ের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মো. মসিউর রহমান বলেন, কার্গো ভিলেজে বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় স্ক্যানারসহ কাস্টমসের বিভিন্ন সরঞ্জাম ও লজিস্টিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে পণ্য খালাসসহ অন্যান্য কার্যক্রমে। ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, অগ্নিকাণ্ডে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি ও বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা গেলে ঢাকা কাস্টমস হাউজের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। একই সঙ্গে রাজস্ব আদায়েও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

কমিশনার আরও জানান, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিরও রাজস্ব আদায়ে প্রভাব পড়েছে। এসব কারণে কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়নি।

মতবিনিময় সভায় আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং রাজস্ব সুরক্ষার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। কমিশনার বলেন, পণ্য লিকেজ, চুরি বা শুল্ক ফাঁকির কোনো চেষ্টা বরদাশত করা হবে না। এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজস্ব আদায় বাড়ানো, কাস্টমসের কার্যক্রমে গতি আনা এবং আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান ঢাকা কাস্টমস হাউজের কমিশনার মো. মসিউর রহমান।